৯৯ নাম
الله ১।
আল্লাহ্‌
অর্থঃ এই নামের কোন অর্থ পাওয়া যায় নাই

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি সৃষ্টিকুলের ইবাদত ও দাসত্বের অধিকারী। তিনিই মাবূদ-উপাস্য, তাঁর কাছে

বিনীত হতে হয়, রুকূ-সিজদাসহ যাবতীয় ইবাদত-উপাসনা তাঁকেই নিবেদন করতে হয়।

ফযিলতঃ
এই নাম ১০০০ (এক হাজার) বার জিকিরে বান্দার রূহ ও আত্মা সকল প্রকার আশংকা ও

সন্দেহ থেকে মুক্ত হয় । দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত বান্দা সর্বদা এই নাম জিকির ও মহান তা’য়ালার নিকট তা হতে মুক্ত হবার প্রার্থনা করতে থাকলে মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে বান্দার সেই দূরারোগ্য ব্যধি দূর হবে ।

============================

الرحمن ২।
উচ্চারণঃ আর-
অর্থঃ মহান পাক তিনিই পরম দয়ালু (সবার প্রতি)

নামের ব্যাখ্যাঃ

সৃষ্টির সকলের প্রতি ব্যাপক ও প্রশস্ত দয়ার অর্থবোধক নাম। এ নামটি আল্লাহর

জন্যে সবিশেষ, তিনি ব্যতীত কাউকে রহমান বলা জায়েয নয়।

ফযিলতঃ
এই নামটি প্রত্যেক নামাজের পর ১০০ (একশত) বার জিকিরে বান্দার স্মরণশক্তি ও মনযোগ বৃদ্ধি পায়, মন হালকা হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الرحيم ৩।
উচ্চারণঃ আর-রাহী’ম
অর্থঃ মহান পাক তিনিই অতিশয় মেহেরবান, ক্ষমাশীল – ঐরূপ (মুমীনের প্রতি)

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমাকারী করুণাকারী, তাঁর ইবাদতের প্রতি

মুমিনদের হেদায়াত করেছেন। জান্নাত দিয়ে আখেরাতে তাদেরকে সম্মানিত করবেন।

ফযিলতঃ
এই নাম প্রতি ফজর ফরয্‌-এর পর ১০০ (এক শত) বার জিকিরে বান্দা সকলের নিকট বন্ধুভাবাপন্ন হয়, অন্যান্যদের শাব্দিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الملك ৪।
উচ্চারণঃ আল-মালিক
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সমস্ত সৃষ্টিজগতের একক অধিপতি, একক মালিক

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি মূলে সব কিছুর মালিক এবং মালিকানার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। জগত পয়দা করার সময় তিনিই মালিক, তিনি ব্যতীত কেউ ছিলনা। সবশেষে সৃষ্টিকুল ধ্বংস হওয়ার পরও

মালিকানা তাঁরই।

ফযিলতঃ
এই নামটি প্রত্যেক ফজর নামাজের পর জিকিরে বান্দার ধন সম্পদ বৃদ্ধি হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

القدرس ৫।
উচ্চারণঃ আল-ক্বুদ্দূস
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা পূত পবিত্র, নিখুঁত

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি সবধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও নিঃষ্কলুষ। কারণ

পূর্ণতা বলতে যা বুঝায় এককভাবে তিনিই তার উপযুক্ত, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই।

ফযিলতঃ
এই নামটি নিয়মিত ১০০ (এক শত) বার মনে মনে জিকিরে বান্দার মন সকল দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

السالم ৬।
- সালাম
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা নিরাপত্তা ও শান্তির উৎস, ত্রাণকর্তা

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি স্বীয় সত্বা, নাম, গুণাবলী ও কর্মে যে কোন ধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত।

দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় শান্তি-শৃংখলা একমাত্র তাঁর নিকট থেকেই পাওয়া যায়।

ফযিলতঃ
এই নামটি কোন অসুস্থ বান্দার নিকট ১৬০ (একশত ষাট) বার পড়লে সে শীঘ্রই সুস্থ

হবেন । এই নাম নিয়মিত জিকিরে বান্দা সকল প্রকার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

المؤمن ৭।
উচ্চারণঃ আল-মু’মিন
অর্থঃ মহান পাক তিনিই ঈমান দানকারী, জামিনদার, সত্য ঘোষণাকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীদের সত্যতার সাক্ষী দিয়ে তিনি তাদের সত্যায়ন

করেছেন। তাঁদের সত্যতাকে বাস্তবায়ন করার জন্যে যে দলীল-প্রমাণ দিয়েছেন তার

সত্যায়ন করেছেন। দুনিয়া-আখেরাতের সকল নিরাপত্তা তাঁরই দান। মুমিনদের নিরাপত্তা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করবেন না, তাদেরকে শাস্তি দিবেন না এবং কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থায় তাদেরকে বিপদে ফেলবেন না।

ফযিলতঃ
এই নামটি ৬৩১ (ছয়শত একত্রিশ) বার জিকিরে বান্দা সকল বিপদ আপদ হতে মুক্ত থাকে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

المهيمن ৮।
উচ্চারণঃ আল-মুহাইমিন
অর্থঃ মহান পাক তিনিই পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী, অভিভাবক, প্রতিপালক

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি সকল বস্তুকে পরিচালনাকারী, সংরক্ষণকারী, সাক্ষী এবং সব কিছুকে বেষ্টনকারী।

ফযিলতঃ
পাক গোসল করে এবং এর পর দুই রাক’য়াত নফল নামাজ পড়ে অতঃপর ১০০ (একশত) বার এই নাম জিকিরে বান্দার অন্তর ও বাহির দুই ক্ষেত্রই পরিশুদ্ধ হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

العزيز ৯।
উচ্চারণঃ আল-‘আযীয
অর্থঃ মহান পাক তিনিই প্রকৃত পরাক্রমশালী, অপরাজেয়

নামের ব্যাখ্যাঃ
ক্ষমতা ও শক্তির যাবতীয় বিষয় তাঁরই অধিকারে। তিনি প্রতাপশালী- তাঁকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। তিনি বাধাদানকারী- তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কর্তৃত্ব ও বিজয় তাঁর হাতেই- তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই নড়তে পারে না।

ফযিলতঃ
এই নামটি প্রত্যেক নামাজের পর ৪১ (একচল্লিশ) বার জিকিরে বান্দা পরমুখাপেক্ষী ও সকল প্রকার আসম্মান হতে মুক্ত হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الجبار ১০।
উচ্চারণঃ আল-জাব্বার
অর্থঃ মহান পাক তিনিই প্রকৃত দুর্নিবার, সমুচ্চ, মহিমান্বিত

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি যা চান তাই হয়, সৃষ্টিকুল তাঁর কাছে পরাজিত, তাঁর মহত্বের কাছে অবনমিত,

তাঁর হুকুমের গোলাম। তিনি ব্যাথাতুর ভগ্নের সহায়তা করেন, অভাবীকে স্বচ্ছল

করেন, কঠিনকে সহজ করেন, অসুস্থ ও বিপদাপন্নকে উদ্ধার করেন।

ফযিলতঃ

নিয়মিত জিকিরে বান্দা মহান তা’য়ালার অবাধ্যতা থেকে মুক্ত হয় । বান্দার হৃদয় সকল প্রকার অপরাধ, নৃশংসতা ও কাঠিন্য থেকে দূরে থাকে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

৯৯ নাম
المتكبر ১১।
উচ্চারণঃ আল-মুতাকাব্বিইর
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ, গৌরবান্বিত

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি মহান, সকল দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে। তিনি বান্দাদের প্রতি অত্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। সৃষ্টির অবাধ্যদেরকে পরাজিতকারী। গর্ব-অহংকারের একক অধিকারী

তিনিই।

ফযিলতঃ

নিয়মিত জিকিরে প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পায় । কোন কাজের শুরুতে জিকিরে কাজে সফলতা আসে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الخا لق ১২।
উচ্চারণঃ আল-খালিক্ব
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়াই মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন।

ফযিলতঃ
একটানা ১০০ (একশত) বার করে ০৭ (সাত) দিন, মোট = ৭০০ (সাত শত) বার জিকিরে করলে

মহান তা’য়ালা সেই বান্দার উছিলায় একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করবেন । এই ফেরেশতা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত তা’য়ালার এবাদত বন্দেগী তে নিয়োজিত থাকবেন এবং এই ফেরেশতার সকল এবাদত বন্দেগীর সওয়াব সেই বান্দাকে প্রদান করা হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

البارى ১৩।
উচ্চারণঃআল-বারী’
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র আদেশদাতা

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি যা নির্ধারণ করেছেন এবং যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে অনস্তিত্ব থেকে

অস্তিত্বে রূপ দান করেছেন।

ফযিলতঃ
“আল-মুছাউয়ির” এর জিকিরের সাথে যুক্ত ।

============================

المصور ১৪।
উচ্চারণঃ আল-মুছাউয়ির
অর্থঃ মহান আল্লাহ পাক তিনিই একমাত্র আকৃতিদানকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
তা’আলা নিজের প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও করুণা অনুযায়ী সৃষ্টিকুলকে ইচ্ছামত আকৃতি ও

অবয়ব দান করেছেন।

ফযিলতঃ
বিনা কারণে কোন নারী, সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলে - সেই নারী সাত দিন একটানা রোযা

রাখবেন । অতঃপর প্রত্যেক রোযায় ইফতারীর সময় মহান তা’য়ালার তিনটি নাম, যথাক্রমে “আল-খালিক্ব”, “আল-বারী’” ও “আল-মুছাউয়ির” (ক্রমিক নং-১২, ১৩ ও ১৪) প্রতিটি ২১ (একুশ) বার করে পড়ে এক গ্লাস পানিতে ফুঁ দিবেন এবং সে পানি দ্বারা

ইফতার শুরু করবেন । মহান তা’য়ালা চাহেন তো সেই নারী শীঘ্রই সন্তান লাভ করবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الغفار ১৫।
উচ্চারণঃ আল-
অর্থঃ মহান পাক তিনিই অনেক বেশী ক্ষমাকারী।

নামের ব্যাখ্যাঃ
অত্যধিক ক্ষমাকারী, গুনাহগার বান্দা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা

করে দেন।

ফযিলতঃ
নিয়মিত আল্লাহ্ তা’য়ালা বান্দার সকল (গুনাহ্ ব্যতীত) মাফ করে দিবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

القهار ১৬।
উচ্চারণঃ আল-
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র দমন কারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি বান্দাদেরকে বাধ্যকারী, সৃষ্টিকুলেকে তাঁর দাসে পরিণতকারী, সকলের উপর

সর্বোচ্চ। তিনিই বিজয়ী, তাঁর জন্যেই সকল মস্তক নত হয়, সব মুখমন্ডল অবনমিত হয়।

ফযিলতঃ
মনে মনে জিকিরে তা বান্দাকে তার অনৈতিক জৈবিক চাহিদা থেকে রক্ষা করবে, আত্মাকে পার্থিব সকল আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখবে । প্রত্যহ জিকিরে বান্দাকে সকল প্রকার অন্যায় থেকে মুক্ত রাখে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الوهاب ১৭।
উচ্চারণঃ আল-
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র স্থাপনকারী, মহান দাতা

নামের ব্যাখ্যাঃ

মহান দাতা, বিনিময় ব্যতীত বিনা উদ্দেশ্যেই অত্যধিক দান করেন। না চাইতেও

অনুগ্রহ করেন।

ফযিলতঃ

দারিদ্র ও ক্ষুধার জ্বালায় নিমজ্জিত বান্দা নিয়মিত জিকির করবেন । এই নামটি
কোন পাক কাগজে লিখে কাছে রাখারও ফযিলত আছে । আরও ভালো আমল হয় সেই বান্দা যদি প্রতি

এর নামাযের শেষ সাজদায় গিয়ে চল্লিশ বার এই নামটি পড়েন । তা’য়ালা চাহেন তো সেই বান্দাকে শীঘ্রই দারিদ্র ও ক্ষুধার জ্বালা হতে মুক্ত করবেন এবং তার সকল চাহিদা পূরণ করবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الرزاق ১৮।
উচ্চারণঃ আর-
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি সৃষ্টিকুলকে অধিকহারে রিযিক দিয়ে থাকেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা না করতেই

তিনি রিযিকের ব্যবস্থা করেন। এমনকি অবাধ্যদেরকেও তিনি রিযিক দিয়ে থাকেন।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে সেই বান্দা শীঘ্রই উত্তম রিযিক প্রাপ্ত হবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الفتاح ১৯।
উচ্চারণঃ আল-

অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র বিজয়দানকারী, প্রারম্ভকারী, উন্মোচনকারী,

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি তাঁর রাজত্বের ভান্ডার এবং করুণা ও রিযিক থেকে যা ইচ্ছা বান্দাদের জন্যে

খুলে দেন। তাঁর জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ীই তিনি তা উন্মুক্ত করে থাকেন।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দার হৃদয় উন্মুক্ত হবে, বিজয় লাভ করবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

العلم ২০।
উচ্চারণঃ আল-‘আলীম
অর্থঃ মহান আল্লাহ পাক তিনিই সর্বজ্ঞানী, সর্বদর্শী

নামের ব্যাখ্যাঃ
তাঁর জ্ঞান বেষ্টন করে আছে যাহের-বাতেন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, অতীত, বর্তমান ও

ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয়কে। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন বা লুকায়িত নয়।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দার হৃদয় উজ্জ্বল আলোয় (নূরে) পরিপূর্ণ হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

©Apps-Droid
৯৯ নাম
القابض ২১।
উচ্চারণঃ আল-ক্ববেদ্ব’
অর্থঃ নিয়ন্ত্রণকারী, সরল পথ প্রদর্শনকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
মহান আল্লাহ পাক তিনিই একমাত্র নিয়ন্ত্রণকারী, সরল পথ প্রদর্শনকারী। তিনি

তার বান্দাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। তাদের সরল পথ দেখান।

ফযিলতঃ
এই নামটি চার টুকরো ফল অথবা রুটির ওপর খোদাই করে যদি কেউ তা খায় এবং এভাবে একটানা ৪০ (চল্লিশ) দিন তা করলে মহান তা’য়ালা চাহেন তো তিনি ক্ষুধার কষ্ট হতে মুক্ত হবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الباسط ২২।
উচ্চারণঃ আল-বাসিত,
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র প্রসারণকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি তাঁর উদারতা ও করুণায় বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করেন। অতঃপর তাঁর হিকমত

অনুযায়ী তা দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেন। তিনি গুনাহগারদের তাওবা কবূল করার

জন্যে দু’হস্ত প্রসারিত করেন।

ফযিলতঃ
যদি প্রত্যহ এর নামাজের পর হাতের তালু খোলা অবস্থায় উর্ধমুখী রেখে ১০ (দশ) বার পড়ার পর সেই তালু দিয়ে বান্দা নিজের মুখমন্ডল করে, মহান তা’য়ালা চাহেন তো সেই বান্দা শীগ্রই পরমুখাপেক্ষীতা হতে মুক্ত হবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الخافض ২৩।
উচ্চারণঃ আল-খা’ফিদ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র অবনতি দানকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি বান্দাদের সকল চাহিদা পূর্ণ করেন। বান্দার উন্নতির অবনতি সব তিনিই করেন।

ফযিলতঃ
একদল বান্দা প্রথমে আলাদা আলাদা একটানা ০৩ (তিন) দিন, ৭০ (সত্তুর) বার জিকির করবেন, এবং চতুর্থ দিন সকলে একত্রে মিলে এই নামটি পুনরায় একসাথে ৭০ (সত্তুর) বার জিকির করলে মহান তা’য়ালা চাহেন তো তাদের সকলকে শত্রুর কবল হতে মুক্ত করে

দিবেন । প্রত্যহ এই নামটি ৫০০ (পাঁচ শত) বার জিকিরে মহান তা’য়ালা চাহেন তো বান্দার সকল চাহিদা পূর্ণ করবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الرافع ২৪।
উচ্চারণঃ আর-রাফিঈ’
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র উন্নীতকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি বান্দার অবস্থাকে আরও উচ্চে, সম্মানিত, ধন সম্পদে পরিপূর্ণ ও

জ্ঞানমন্ডিত করে দেন। তিনিই একমাত্র উন্নীতদান কারী।

ফযিলতঃ
প্রতি দিন এবং প্রতি রাতে ১০১ (একশত এক) বার করে জিকিরে মহান তা’য়ালা চাহেন তো বান্দার অবস্থাকে আরও উচ্চে, সম্মানিত, ধন সম্পদে পরিপূর্ণ ও জ্ঞানমন্ডিত করে দিবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

المعز ২৫।
উচ্চারণঃ আল-মু’ইয্ব
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র সম্মান প্রদানকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি বান্দার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। তিনিই তার অনুগত বান্দাদের সর্বক্ষেত্রে সম্মানিত করেন

ফযিলতঃ
নিয়মিত সপ্তাহের যে কোন সোমবার অথবা শুক্রবার মাগরেব নামাযের পর ১৪০ (এক শত) বার জিকিরে, মহান তা’য়ালা চাহেন তো অন্য সকলের চোখে সেই বান্দার সম্মান

বৃদ্ধি করে দিবেন । তার আল্লাহ্ ভীতি জাগ্রত এবং সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকল ভীতি হতে মুক্ত হবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

المذل ২৬।
উচ্চারণঃ আল-মুঝিল
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র সম্মান হরণকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি যেমন সম্মান দেন আবার তিনি ইচ্ছে করলে সম্মান কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

ফযিলতঃ
৭৫ (পঁচাত্তর) বার জিকিরে বান্দা অপরের হিংসা ও ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

السميع ২৭।
উচ্চারণঃ আস-সামী’
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র সর্বশ্রোতা

নামের ব্যাখ্যাঃ
মহাশ্রবণকারী, তাঁর শ্রবণ প্রত্যেক গোপনীয় সলা-পরামর্শকে বেষ্টন করে, প্রত্যেক প্রকাশ্য বিষয়কে বেষ্টন করে; বরং সকল আওয়াজকে বেষ্টন করে তা যতই

উঁচু হোক অথবা নীচু বা ক্ষীণ হোক।

ফযিলতঃ
প্রতি বৃহস্পতিবার এর নামাযের পর একটানা ৫০০ (পাঁচশত) অথবা ১০০ (একশত) অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) বার আল্লাহ্ তা’য়ালা যদি চাহেন বান্দার সকল চাহিদা পূর্ণ করবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

البصير ২৮।
উচ্চারণঃ আল-বাসীর
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বদ্রষ্টা

নামের ব্যাখ্যাঃ
তাঁর দৃষ্টি জগতের সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে। দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই তিনি

দেখতে পান। যতই গোপন বা প্রকাশ্য হোক না কেন অথবা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হোক না কেন তাঁর অগোচরে কিছুই থাকে না।

ফযিলতঃ
প্রত্যেক শুক্রবার আসর নামাজের ১০০ (এক শত) বার জিকিরে বান্দার দৃশ্যমান জগত এবং হৃদয় আলোকিত হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الحكم ২৯।
উচ্চারণঃ আল-হা’কাম
অর্থঃ মহান পাক তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারপতি

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে সৃষ্টিকুলের বিচার করবেন। কারো প্রতি অত্যাচার করবেন না। তিনিই সম্মানিত কিতাব (সংবিধান) নাযিল করেছেন, যাতে করে উক্ত সংবিধান

অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার কার্য সম্পাদন করা যায়।

ফযিলতঃ
প্রতি রাতে জিকিরে বান্দার সামনে বহু অলৌকিক ইশারা সমূহের আগমন ঘটে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

العدل ৩০।
উচ্চারণঃ আল-‘
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা নিখুঁত

ফযিলতঃ
শুক্রবার দিন অথবা রাতে বান্দা রুটির ওপর এই নাম খোদাই করবে এবং তা খাবে, অন্যান্য সকলে তার হুকুম তামিল করতে আগ্রহী হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

©Apps-Droid
৯৯ নাম
اللطبف ৩১।
উচ্চারণঃআল-লাতীফ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা অমায়িক

নামের ব্যাখ্যাঃ
(আর লুকমান ২৭ বলেছিল) “ হে পুত্র! কোন জিনিস যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং তা লুকিয়ে থাকে পাথরের মধ্যে, আকাশে বা পৃথিবীতে কোথাও, তাহলে আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন। ২৮ তিনি সূক্ষ্মদর্শী এবং সবকিছু জানেন ► লুকমান:১৬)

ফযিলতঃ
প্রতি দিন ১৩৩ (একশত তেত্রিশ) বার জিকিরে বান্দার রিযিক বৃদ্ধি পায় ও সফলতা আসে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الخبير ৩২।
উচ্চারণঃআল-খা’বীর

অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র সবকিছু সম্পর্কে অবগত

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি যেমন সকল বস্তুর প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন, অনুরূপভাবে তাঁর জ্ঞান সবকিছুর গোপন ও অপকাশ্য সংবাদকেও বেষ্টন করে আছে।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দার মন হতে হিংসা ও সকল প্রকার দোষ দূর হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الحليم ৩৩।
উচ্চারণঃআল-হা’লীম
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা ধৈর্যবান ও প্রশ্রয়দাতা

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি বান্দাদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না; অথচ তিনি শাস্তি দিতে সক্ষম। বরং

তারা মাফ চাইলে তিনি তাদেরকে মাফ করে দেন।

ফযিলতঃ
কোন একটুকরা পাক কাগজের ওপর এই নামটি লিখে এবং লেখা কাগজটি পরিষ্কার পাক পানিতে ধুয়ে সেই পানি দিয়ে যদি কোন জিনিস উত্তম রুপে মোছা হয় তাহলে সেই জিনিসটি হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হবার হাত থেকে রক্ষা পায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

العظيم ৩৪।
উচ্চারণঃ আল-আ’যীম
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা সুমহান

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি নিজ সত্বা, নাম ও গুণাবলীতে সুমহান গৌরবান্বিত। তাই সৃষ্টিকুলের আবশ্যক হচ্ছে তাঁর মহত্ব ঘোষণা করা, তাঁকে সম্মান করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তা মেনে চলা।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দার সম্মান বৃদ্ধি হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الغفور ৩৫।
উচ্চারণঃ আল-গ’ফূর
অর্থঃ মহান পাক তিনিই পরম ক্ষমাশীল ও বান্দার দোষত্রুটি গোপনকারী

ফযিলতঃ
মাথা ব্যথা, জ্বর ও হতাশা রোগে নিয়মিত এই নামের জিকিরে আরোগ্য লাভ করা যায়, সেই আল্লাহ্ তা’য়ালার ক্ষমা প্রাপ্তি ঘটে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الشكور ৩৬।
আশ্‌-শাকূর
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞতাপ্রিয়

নামের ব্যাখ্যাঃ

বান্দার সামান্য আমল তাঁর কাছে পবিত্রময়। তিনি তাতে বহুগুণ ছওয়াব প্রদান

করেন। বান্দার প্রতি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করার অর্থ হচ্ছে তার কর্মের প্রতিদান দেয়া এবং আনুগত্য গ্রহণ করা।

ফযিলতঃ
নিয়মিত প্রতিদিন ৪১ (একচল্লিশ) বার জিকিরে বান্দা আর্থিক অনটন ও অন্যান্য সমস্যা হতে রেহাই পায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

العلى ৩৭।
উচ্চারণঃ আল-আ’লিই অর্থঃ মহান আল্লাহ পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা মহান

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকির এবং পরিষ্কার পাক কাগজে লিখে তা সাথে রাখলে বান্দার অবস্থা ও অবস্থান দুয়েরই উন্নতি ঘটে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।
============================

الكبير ৩৮।
উচ্চারণঃ আল-কাবিইর
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা উচ্চাশীন

ফযিলতঃ
প্রতিদিন ১০০ (একশত) বার জিকিরে বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ঘটে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الحفيظ ৩৯।
উচ্চারণঃ আল-হাফীয
অর্থঃ মহান আল্লাহ পাক তিনিই সমগ্র সৃষ্টি জগতের রক্ষণাবেক্ষনকারী

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকির এবং তা পরিষ্কার পাক কাগজে লিখে তা সাথে রাখলে বান্দা সকল

প্রকার বিপদ হতে রক্ষা পায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

المقيط ৪০।
উচ্চারণঃ আল-মুক্বীত
অর্থঃ মহান আল্লাহ পাক তিনিই সমগ্র সৃষ্টিজগতের ভরণ-পোষণ দানকারী, খাদ্যদাতা

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি রিযিক ও খাদ্য সৃষ্টি করেছেন এবং তা মাখলুকের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও

নিয়েছেন। তিনি বান্দার রিযিক ও আমল লোকসান ও ত্রুটি ছাড়াই সংরক্ষণ করেন।

ফযিলতঃ
সন্তানের বে-আদব প্রকৃতির চাল চলনে অতিষ্ঠ পিতা বা মাতা বা উভয়য়েই কয়েকবার জিকির কর পানিতে ফুঁ দিয়ে সেই পানি সন্তানকে পান আল্লাহ্ তা’য়ালার অশেষ মেহেরবানিতে সেই সন্তান শীঘ্রই আদব কায়দা রপ্ত করবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

©Apps-Droid
৯৯ নাম
الحسيب ৪১।
উচ্চারণঃ আল-হাসীব
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সকলের হিসাব গ্রহণকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
মহান হিসাব রক্ষক, যথেষ্ট, বান্দার দ্বীন-দুনিয়ার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়ের জন্যে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর যথেষ্টতার শ্রেষ্ঠাংশ মুমিনদের জন্যে

নির্ধারিত। মানুষ দুনিয়ায় যে আমল সম্পাদন করেছে তিনি তার হিসাব নিবেন।

ফযিলতঃ
যে কোন সমস্যায় জিকিরে সমস্যা লাঘব হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الجليل ৪২।
উচ্চারণঃ আল-জালীল
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত

ফযিলতঃ
পাক কাগজে এই নাম কস্তুরী ও সহযোগে লিখে তা সাথে রাখলে এবং নিয়মিত জিকিরে বান্দার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।
============================

الكريم ৪৩।

উচ্চারণঃ আল-কারীম
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা উদার ও দয়ালু

নামের ব্যাখ্যাঃ
মহা অনুগ্রহশীল, সর্বাধিক কল্যাণকারী, সুমহান দানকারী। যাকে যা চান যেভাবে

ইচ্ছা দান করেন। চাইলেও দান করেন, না চাইলেও দান করেন। গুনাহ মাফ করেন, দোষ-

ত্রুটি গোপন রাখেন।

ফযিলতঃ
নিয়মিত ঘুমানোর আগে জিকিরে দুনিয়াতে সম্মান প্রাপ্তি হয় এবং আখিরাতে বান্দার অবস্থান হবে জ্ঞানী-গুনি ব্যাক্তিদের কাতারে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

لرقيب ৪৪।
উচ্চারণঃ আল-রাক্বীব
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যবেক্ষণকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি সৃষ্টিকুলের সবকিছুই জানেন। তিনি তাদের কর্ম সমূহ গণনা করে রাখেন। কারো

চোখের পলক বা অন্তরের গোপন বাসনা তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।

ফযিলতঃ
০৭ (সাত) বার জিকিরে বান্দা, তার পরিবার এবং তার সকল আল্লাহ্ তা’য়ালার হেফাযতে আসে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

المجيب ৪৫।
উচ্চারণঃ আল-মুজীব
অর্থঃ মহান আল্লাহ পাক তিনিই সর্বোত্তম সাড়া দানকারী, উত্তরদাতা

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি আহবানকারীর আহবানে এবং প্রার্থনকারীর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে থাকেন। তাঁর

জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ীই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে মহান তা’য়ালা সেই বান্দার আবেদনে সাড়া দিবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الراسع ৪৬।
উচ্চারণঃ আল-ওয়াসি
অর্থঃ মহান পাক তিনিই অসীম, সর্বত্র বিরাজমান

নামের ব্যাখ্যাঃ
কেউ যথাযথভাবে তাঁর গুণগান গাইতে পারবে না। তাঁর মহত্ব ও রাজত্ব সুবিশাল

প্রশস্ত। তাঁর মাগফিরাত ও করুণা সুপ্রশস্ত। দয়া ও অনুগ্রহ সুপ্রশস্ত।

ফযিলতঃ
রিযিক অর্জনে বাধাগ্রস্ত ব্যক্তি এই নাম জিকিরে উপকার পাবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الحكيم ৪৭।
উচ্চারণঃ আল-হাকীম
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সুবিজ্ঞ, সুদক্ষ

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি নিজ জ্ঞানে সকল বস্তুকে উপযুক্তভাবে স্থাপন করেন। তাঁর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি হয় না ভুল হয় না।

ফযিলতঃ
সর্বদা জিকিরে কাজে সফলতা অর্জিত হয়, মহান তা’য়ালা বান্দার জন্য জ্ঞানের দরজা খুলে দেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الوادود ৪৮।
উচ্চারণঃ আল-ওয়াদূদ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা স্নেহশীল

ফযিলতঃ
যদি দুজন বান্দা, যেমনঃ স্বামী-স্ত্রী, তাদের মধ্যে যদি মতনৈক্য তৈরী এবং এর

ফলে সংসারে অশান্তি দেখা দেয় । দুজনের মধ্যে যে কোন একজন এই নামটি ১০০০ (এক হাজার) বার পড়ে কোন খাদ্যে ফুঁ দিয়ে খাদ্যটি অন্যজনকে খাওয়ালে তাদের মধ্যকার সকল মতনৈক্য দূর হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

المجيد ৪৯।
উচ্চারণঃ আল-মাজীদ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত

নামের ব্যাখ্যাঃ

মহাগৌরবান্বিত সপ্তাকাশে ও পৃথিবীতে গর্ব ও অহংকার, সম্মান ও মর্যাদা এবং

উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁরই।

ফযিলতঃ
সর্বদা জিকিরে বান্দার সকল কাজে সফলতা অর্জিত হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الباعث ৫০।
উচ্চারণঃ আল-বা’ইস
অর্থঃ মহান পাক একমাত্র তিনিই পুনরুত্থানকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
(আর এ (একথার প্রমাণ) যে, কিয়ামতের সময় অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে উঠাবেন যারা কবরে চলে গেছে (হাজ্জ:০৭)

ফযিলতঃ
সর্বদা জিকিরে বান্দার আল্লাহ্ ভীতি আসে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

©Apps-Droid
৯৯ নাম
الشهيد ৫১।
উচ্চারণঃ আশ-শাহীদ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সকলের সকল কাজের চাক্ষুস সাক্ষী এবং সাক্ষ্যদানকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি সৃষ্টিকুলের পর্যবেক্ষক। তিনি নিজের একত্ববাদ ও ন্যায়-ইনসাফ

প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। মুমিনগণ তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করলে তিনি তাদের

স্বাক্ষী হন। তিনি তাঁর রাসূলগণ এবং ফেরেশতাদের জন্যেও স্বাক্ষী|

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে অবাধ্য স্ত্রী ও সন্তানেরা বাধ্য হবে । প্রতিদিন অন্তত ২১ (একুশ) বার এই নামটি জিকির করে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের মুখ মন্ডল করে দিন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الحق ৫২।
উচ্চারণঃ আল-
অর্থঃ মহান পাক তিনিই প্রকৃত সত্য

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে হারিয়ে যাওয়া জিনিস ফেরৎ পাওয়া সহজ হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الوكيل ৫৩।
উচ্চারণঃ আল-ওয়াকীল
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা সহায় প্রদাণকারী

ফযিলতঃ
পানিতে ডুবে যাবার সময়, কিংবা আগুনে পুড়ে যাবার সময় জিকিরে মহান পাক সহায় হন এবং বিপদ হতে রক্ষা করেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

القوى ৫৪।
উচ্চারণঃ আল-ক্বউই
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী

ফযিলতঃ
নিয়মিতে জিকিরে বান্দাকে শত্রুর সকল প্রকার ক্ষতি হতে রক্ষা করে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

المتين ৫৫।
উচ্চারণঃ আল-মাতীন
অর্থঃ মহান আল্লাহ পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ও অটুট

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দা বিভিন্ন সমস্যা হতে রেহাই পায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الولى ৫৬।
উচ্চারণঃ আল-ওয়ালিয়্যু
অর্থঃ মহান পাক তিনিই প্রকৃত বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে মহান তা’য়ালা সেই বান্দাকে তাঁর বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الحميد ৫৭।

উচ্চারণঃআল-হা’মীদ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সকল প্রশংসার একমাত্র দাবিদার

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দা সকলের ভালোবাসা ও সম্মান প্রাপ্ত হন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

المحصى ৫৮।
উচ্চারণঃ আল-
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম হিসাবকারী

ফযিলতঃ
এই নিয়মিত ১০০ (একশত) বার জিকিরে তা বান্দার জন্য -এর ময়দানে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান সহজ করবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

المبدى ৫৯।
উচ্চারণঃ আল-’
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা

ফযিলতঃ
প্রসূতি নারীর নিকট জিকির করে তার দিকে ফুঁ দিলে প্রসুতি নারীর সন্তান প্রসব জনিত ভয় লাঘব হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

المعيد ৬০।
উচ্চারণঃ আল-মূ’ঈদ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদানকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি তার বান্দাদের মৃত্যুর পর পুনরায় জীবনদান করবেন।

ফযিলতঃ
নিয়মিত ৭০ (সত্তুর) বার জিকিরে পরিবার হতে হারিয়ে যাওয়া বা পরিবার ত্যাগ করা সদস্য ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিরাপদে ফেরত আসবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

©Apps-Droid
৯৯ নাম
المحيى ৬১।
উচ্চারণঃ আল-মুহীই
অর্থঃ মহান পাক তিনিই জীবনদাতা

ফযিলতঃ
প্রতি দিন ০৭ (সাত) বার জিকিরে বান্দার হৃদয় হতে সকল বোঝা লাঘব হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

المميت ৬২।
উচ্চারণঃ আল-মুমীত
অর্থঃ মহান পাক তিনিই মৃত্যুদানকারী, ধংসকারী

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দার সকল শত্রু (দুষ্ট) ধংস হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الحى ৬৩।
উচ্চারণঃ আল-হাইয়্যু
অর্থঃ মহান পাক তিনিই চিরজীবি, তাঁর কোন শেষ নাই

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি চিরজীবি। তাঁর কোনো শেষ নেই । তাঁর আগেও কিছু নেই পরেও কিছু নেই।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দা দীর্ঘায়ূ লাভ করবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

القيوم ৬৪।
উচ্চারণঃ আল-ক্বাইয়্যুম
মহান পাক তিনিই সমস্ত সৃষ্টি জগতের অভিভাবক, জীবিকানির্বাহ প্রদানকারী, চিরস্থায়ী,

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি সৃষ্টিকুলের কারো মুখাপেক্ষী নন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে তার সবকিছুই তাঁর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সবাই

তাঁর দরবারের ভিক্ষুক।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দা সকল প্রকার ভুলত্রুটি হতে মুক্ত থাকে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الواجد ৬৫।

উচ্চারণঃ আল-ওয়াজিদ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ আবিস্কর্তা, পর্যবেক্ষক

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি সবকিছু খুব নিখুতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দার হৃদয়ে বিশালত্ব আসে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الماجد ৬৬।
উচ্চারণঃ আল-মাজিদ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাপেক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত ও শ্রেষ্ঠত্যের অধিকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
মহাগৌরবান্বিত সপ্তাকাশে ও পৃথিবীতে গর্ব ও অহংকার, সম্মান ও মর্যাদা এবং

উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁরই।

ফযিলতঃ
নির্জনে ও একাগ্রচিত্তে জিকিরে বান্দার হৃদয় আলোকিত হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الواحد ৬৭।
উচ্চারণঃআল-ওয়াহি’দ
অর্থঃ মহান পাক তিনি এক, অনন্য ও অদ্বিতীয়

ফযিলতঃ
নির্জনে একাগ্রচিত্তে ১০০০ (এক হাজার) বার জিকিরে বান্দার হৃদয় সকল প্রকার ভয় ও আতঙ্ক হতে মুক্ত হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الصمد ৬৮।
উচ্চারণঃ আছ-ছামাদ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একমাত্র কারো মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ংসম্পূর্ণ

নামের ব্যাখ্যাঃ তিনি নিজের নেতৃত্বে স্বয়ং সম্পূর্ণ, | মাখলুকাত যাবতীয়

প্রয়োজনে তাঁরই স্মরণাপন্ন হয়। কেননা তারা তাঁর কাছে বড়ই নি:স্ব তিনি সবার

আহার যোগান; তাকে কেউ আহার দেয় না, তাঁর আহারের কোন দরকার নেই।

ফযিলতঃ

নিয়মিত জিকিরে মহান তা’য়ালা বান্দার সকল (নেক) চাহিদা পূর্ণ করেন । বান্দা কারও মুখাপেক্ষী থাকে না, বরং অন্য সকলে তার মুখাপেক্ষী হন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

القادر ৬৯।
উচ্চারণঃআল-ক্বদির
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বশক্তিমান

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি সকল বস্তুর উপর শক্তিমান, কোন কিছুই তাঁকে আপরাগ করতে পারে না- না যমীনে

না আসমানে। তিনিই সব কিছু নির্ধারণ করেছেন।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দার সকল চাওয়া (নেক) পূরণ করা হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

المقتدر ৭০।
উচ্চারণঃ আল-মুক্বতাদির অর্থঃ মহান পাক একমাত্র তিনিই সকল শক্তির উৎস

নামের ব্যাখ্যাঃ
আল্লাহর পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী নির্ধারণকৃত বস্তু বাস্তবায়নে ও সৃষ্টি করতে তাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দা সত্য সম্পর্কে জানতে পারে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

©Apps-Droid
৯৯ নাম
المقدم ৭১।
উচ্চারণঃ আল-মুক্বাদ্দিম
অর্থঃ মহান পাক তিনিই অগ্রসরকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি নিজের ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সকল বস্তুকে বিন্যস্ত করেছেন ও

স্বস্থানে রেখেছেন। তাঁর জ্ঞান ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে সৃষ্টির কাউকে কারো উপর

প্রাধান্য দিয়েছেন।

ফযিলতঃ
যুদ্ধক্ষেত্রে জিকিরে করলে মহান তা’য়ালার অশেষ মেহেরবাণীতে বান্দা রক্ষা

পায়, বিশেষ কোন জায়গায় কোন বান্দা যদি কোন প্রকার ভয় অনুভব করেন, এই নাম জিকিরে কোন কিছু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না । নিয়মিত এই নাম জিকিরে বান্দা অনুগত হবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الموخر ৭২।
উচ্চারণঃ আল-মুয়াখখের
অর্থঃ মহান পাক তিনিই বিলম্বকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি প্রতিটি বস্তুকে নিজের হিকমত অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা স্থাপন করেন, যাকে

ইচ্ছা অগ্রসর করেন, যাকে ইচ্ছা পশ্চাতে রাখেন। পাপী বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে দেরী করেন, যাতে তারা তাওবা করতে পারে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারে।

ফযিলতঃ
প্রত্যহ ১০০ (এক শত) বার বান্দা আল্লাহ্র প্রেমে এমন ভাবে মশগুল থাকবেন যে, দুনিয়ার আর কোন প্রেম বান্দাকে আকর্ষণ করবে না (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

االول ৭৩।
উচ্চারণঃ আল-আউয়াল
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্ব প্রথম, তাঁর আগে আর কিছুই ছিল না

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি সেই সত্বা যাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই মাখলুক

অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের কোন শুরু নেই।

ফযিলতঃ
সন্তানহীন দম্পতি ৪০ (চল্লিশ) দিন একটানা ৪০ (চল্লিশ) বার এই নাম জিকির করলে

তা’য়ালার অশেষ রহমতে তারা সন্তান প্রাপ্ত হবেন । ভ্রমণকারী বান্দা কোন শুক্রবার এই নাম ১০০০ (এক হাজার) বার জিকির করলে সেই বান্দা সুস্থ দেহে ও নিরাপদে বাড়ি ফেরার তওফিক লাভ করবেন (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

االخر ৭৪।
উচ্চারণঃ আল-আখির
অর্থঃ মহান পাক তিনিই অনন্ত, তাঁর কোন শেষ নাই

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনিই অনন্ত, চিরকালীন ও অবিশষ্ট। পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে; অতঃপর

প্রত্যাবর্তন করবে তাঁর কাছেই। কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের শেষ নেই।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দা সুন্দর জীবন লাভ করবে, এবং জীবনের শেষ প্রান্তে বান্দার মৃত্যু হবে সুন্দর (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে)।

============================

الظاهر ৭৫।
উচ্চারণঃ আয-য’হির
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বোত্তম প্রকাশিত, সুস্পষ্ট, সুপ্রতীয়মান

নামের ব্যাখ্যাঃ

তিনি সবকিছুর উপরে সুউচ্চ। তাঁর উচ্ছে কিছু নেই। তিনি সকল বস্তুকে করায়ত্বকারী ও বেষ্টনকারী।

ফযিলতঃ
প্রতি শুক্রবার জুম’য়া নামাজের সময় ১৫ (পনের) বার জিকিরে বান্দার রূহে নূর প্রবেশ করে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الباطن ৭৬।
উচ্চারণঃ আল-বাত্বিন
অর্থঃ মহান পাক তিনিই দৃষ্টি হতে অদৃশ্য, লুক্কায়িত, অন্তরস্থ

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি দুনিয়াতে মাখলুকের দৃষ্টির আড়ালে থাকেন; তারপরও তিনি তাদের নিকটবর্তী ও তাদেরকে বেষ্টনকারী।

ফযিলতঃ
প্রত্যহ ০৩ (তিন) বার জিকিরে বান্দা সকল কিছুতে সত্য অবলোকন করতে সমর্থ্য হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الوالى ৭৭।
উচ্চারণঃ আল-ওয়ালি
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সমস্ত কিছুর অভিভাবক, সুরক্ষাকারী বন্ধু, বন্ধুত্বপূর্ণ প্রভূ

ফযিলতঃ
কোন বান্দা এই নাম জিকির করে তার ঘরে ফু দিলে সেই বান্দার ঘর সকল বিপদ মুক্ত থাকবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

المتعالى ৭৮।
উচ্চারণঃ আল-মুতা’আলী
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বোচ্চ মহিমান্বিত, সুউচ্চ

নামের ব্যাখ্যাঃ

তাঁর উচ্চতা ও মহত্বের সামনে সকল বস্তু অবনমিত। তাঁর উপরে কিছু নেই। সকল বস্তু তাঁর নীচে ও অধীনে, তাঁর ক্ষমতা ও রাজত্বের বলয়ে।

ফযিলতঃ
নিয়মিত জিকিরে বান্দা মহান তা’য়ালার অসীম কৃপা লাভ করে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

البر ৭৯।
উচ্চারণঃ আল-বারর
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি সৃষ্টিকুলকে প্রশস্ত কল্যাণদানকারী। তিনি প্রদান করেন কিন্তু তাঁর দানকে কেউ গণনা করতে পারে না। তিনি নিজ অঙ্গীকারে সত্যবাদী। তিনি বান্দাকে

ক্ষমা করেন, তাকে সাহায্য করেন ও রক্ষা করেন। তিনি বান্দার অল্পদানও গ্রহণ

করেন এবং তার ছওয়াবকে বৃদ্ধি করতে থাকেন।

ফযিলতঃ
নিজ সন্তানের নিকট বসে এই নাম জিকির করলে সন্তান দূর্ভাগ্যের হাত হতে মুক্ত হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

التواب ৮০।

উচ্চারণঃ আত-তাওয়্যাব
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বদা আবর্তিতমান, বিনম্র

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তওবা করার তাওফীক দেন এবং তাদের তওবা কবূল

করেন।

ফযিলতঃ
সর্বদা জিকিরে বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা কবুল হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

©Apps-Droid

৯৯ নাম
المنتقم ৮১।
উচ্চারণঃআল-মুনতাক্বিম
অর্থঃ মহান পাক তিনিই শাস্তিদানকারী

ফযিলতঃ পর পর তিন শুক্রবার অধিক পরিমাণে এই নাম জিকিরে শত্রুর উপর বান্দার জয় সুনিশ্চিত হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

العفو ৮২।
উচ্চারণঃআল-আ’ফুঊ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই পরম উদার, ক্ষমাশীল

নামের ব্যাখ্যাঃ
তিনি বান্দার গুনাহ মিটিয়ে দেন তাকে ক্ষমা করে দেন, অপরাধ করে শাস্তিযোগ্য হওয়া সত্বেও তিনি শাস্তি দেন না।

ফযিলতঃ
সর্বদা জিকিরে বান্দার সকল (গুনাহ্ ব্যতীত) মাফ হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الرؤف ৮৩।
উচ্চারণঃ আর-র’ওফ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই পরম স্নেহশীল

নামের ব্যাখ্যাঃ
রহমত বা দয়ার সাধারণ অর্থের তুলনায় এ শব্দটি অধিক ও ব্যাপক অর্থবোধক তাঁর এই দয়া দুনিয়াতে সৃষ্টির সকলের জন্যে এবং আখেরাতে কতিপয় মানুষের জন্যে। আর তারা

হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু মুমিনগণ।

ফযিলতঃ
জিকিরে আল্লাহ্র স্নেহাশীষ হওয়া যায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

مالك الملك ৮৪।
উচ্চারণঃ মালিকুল-
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সমস্ত সৃষ্টি জগতের মালিক

ফযিলতঃ
সর্বদা জিকিরে বান্দার সম্মান বৃদ্ধি পায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

ذوالجالل واألكرام ৮৫।
উচ্চারণঃযুল-জালালে-ওয়াল-ইকরাম
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সমস্ত প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদার মালিক

ফযিলতঃ
সর্বদা জিকিরে বান্দার ধন সম্পদ বৃদ্ধি পায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

المقسط ৮৬।
উচ্চারণঃ আল-মুক্বসিত
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বোত্তম ন্যায়পরায়ণ, সর্বোত্তম প্রতিদানকারী

ফযিলতঃ
সর্বদা জিকিরে শয়তানের হাত হতে মুক্ত থাকা যায় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الجمع ৮৭।
উচ্চারণঃ আল-জামিই’
অর্থঃ মহান পাক তিনিই হাশরের ময়দানে সকলকে একত্রিত করবেন

ফযিলতঃ
জিকিরে হারিয়ে যাওয়া জিনিস প্রাপ্তি সহজ হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الغنى ৮৮।
উচ্চারণঃ আল-গ’নিই
অর্থঃ মহান পাক তিনিই প্রকৃত ধনী, ঐশ্বর্যশালী

ফযিলতঃ
সর্বদা জিকিরে বান্দা ইহ জীবনে সুখী হবে এবং তার ইহজীবনে কোন অভাব অনটন থাকবে না (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

المغنى ৮৯।
উচ্চারণঃ আল-মুগনিই’
অর্থঃ মহান আল্লাহ পাক তিনিই অভাব মোচনকারী, সমৃদ্ধিকারী

ফযিলতঃ
প্রতি শুক্রবার ১০০০ (এক হাজার) বার জিকিরে বান্দা সমৃদ্ধশালী হবে, তার অভাব অনটন থাকবে না (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

المانع ৯০।
উচ্চারণঃ আল-মানিই’
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বোত্তম প্রতিহতকারী, রক্ষা কর্তা

ফযিলতঃ
প্রতি রাতে ঘুমানোর সময় ২০ (বিশ) বার জিকিরে বান্দার পারিবারিক জীবন সুখের হয় (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

©Apps-Droid
৯৯ নাম
الضار ৯১।
উচ্চারণঃ আদ-দরর
অর্থঃ মহান পাক তিনিই যন্ত্রণা সৃষ্টিকারী

ফযিলতঃ
অশান্তিতে পতিত বান্দা প্রতি শুক্রবার দিবাগত রাতে ১০০ (এক শত) বার জিকিরে শান্তি প্রাপ্ত হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

النافع ৯২।
আন্‌-নাফি’
অর্থঃ মহান পাক তিনিই মঙ্গলকর্তা

ফযিলতঃ
প্রতি নেক কাজের শুরুতে এই নাম ৪১ (এক চল্লিশ) বার জিকিরে বান্দা নেক কাজে সফল হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

النور ৯৩।
আন্‌-নূর
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সমস্ত নূরের মালিক

ফযিলতঃ
এই নাম নিয়মিত জিকিরে বান্দার রূহ নূরে পরিপূর্ণ হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الهادى ৯৪।
উচ্চারণঃ আল-হাদী
অর্থঃ মহান পাক তিনিই পথ প্রদর্শক

ফযিলতঃ
প্রত্যেক এশা নামাজের পর ১১০০ (এগার শত) বার “ইয়া-হাদী---সিরাত্বাল-

মুস্তাক্বীম” জিকিরে বান্দা শীঘ্রই সকল অভাব অনটন হতে মুক্ত হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

البديع ৯৫।
উচ্চারণঃআল-বাদীই’
অর্থঃ মহান পাক তিনিই একক অতুলনীয়

ফযিলতঃ
দুঃখ ও কষ্টে নিমজ্জিত বান্দা এই নাম ৭০,০০০ (সত্তুর হাজার) বার জিকির করবে, তাঁর দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যাবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الباقى ৯৬।
উচ্চারণঃ আল-বাকী
অর্থঃ মহান পাক তিনিই চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর

নামের ব্যাখ্যাঃ
(এ ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে (আর রহমান:২৭)

ফযিলতঃ
এই নাম প্রতি শুক্রবার রাতে ১০০ (একশত)বার জিকির করলে বান্দা যেন সকল সৎকর্মের পুরষ্কার নিশ্চিত করল (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الوارث ৯৭।
উচ্চারণঃ আল-ওয়ারিস’
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সকল কিছুর উত্তরাধিকারী

নামের ব্যাখ্যাঃ
সৃষ্টিকুল ধ্বংস হওয়ার পর তিনিই থাকবেন, প্রত্যেক বস্তুর মালিক ধ্বংস হওয়ার পর তা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা আমানত স্বরপ

দিয়েছেন। এগুলো সবই প্রকৃত মালিক আল্লাহর কাছে একদিন ফিরে যাবে।

ফযিলতঃ
প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর এই নাম ১০০ (এক শত) বার জিকিরে বান্দা সকল দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الرشيد ৯৮।
উচ্চারণঃ আর-রশীদ
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সঠিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক

নামের ব্যাখ্যাঃ

মহান তার বান্দাদের সব সময় সঠিক পথ দেখান। তিনিই তো সর্বশ্রষ্ঠ পথ প্রদর্শক

ফযিলতঃ
কোন বান্দা যদি কোন কাজ সফলভাবে করতে ব্যর্থ হয়, বা সে বুঝে উঠতে পারে না কাজটা কিভাবে সম্পাদন করতে হবে । এই নাম মাগরিব ও এশা’র নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে ১০০০ (এক হাজার) বার জিকির করবে । কাজটি সফলভাবে সম্পাদন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

============================

الصبور ৯৯।
উচ্চারণঃ আস-সবূর
অর্থঃ মহান পাক তিনিই সর্বাধিক ধৈর্যশীল

ফযিলতঃ
সমস্যায় পতিত বান্দা ৩০০০ (তিন হাজার) বার নামটি জিকির করবে, তার সমস্যা দূর হয়ে যাবে (মহান তা’য়ালার অশেষ রহমতে) ।

©Apps-Droid